7

দৈনিক বাংলা

তারিখ ...11 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ...৭...

ভুয়া পরীক্ষার্থী সমাচার–

যশোর শিক্ষা বোর্ডের আরও এক হাজার এসএসসি পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে। এ নিয়ে মোট চার হাজার পরীক্ষার্থীকে ভুয়া বলে চিহ্নিত করে তাদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হল। কোন একটি শিক্ষাবোর্ডের জন্যে নিঃসন্দেহে এ এক জঘন্য কেলেঙ্কারি। এই কেলেঙ্কারি নিয়ে তদন্ত চালু আছে। আমরা মনে করি তদন্তের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশের পাশাপাশি এর সঙ্গে জড়িত সকল পক্ষের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থার কথাও সাধারণ্যে প্রকাশ করা দরকার।

শিক্ষা বোর্ডগুলোর বিরুদ্ধে নানা ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ অনেক দিন থেকেই চলে আসছে। কঠোরতম ব্যবস্থার মাধ্যমে তা দূর করা প্রয়োজন।

মাধ্যমিক শিক্ষাকে সুশৃঙ্খল এবং দুর্নীতিমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রবর্তন। লক্ষ্য অর্জন সহজ করার উদ্দেশ্যে একটির জায়গায় চারটি বোর্ড চালু করা হয়েছে। বোর্ডের সংখ্যা বৃদ্ধির পর থেকে দুর্নীতির পন্থা আর অভিযোগ বেড়ে চলেছে। 'ভুয়া পরীক্ষার্থী' তার মধ্যে সর্বশেষ উদ্ভাবন। টিক মার্ক ও প্রশ্ন ব্যাঙ্ক প্রথা চালু হওয়ার পর এমন একটা ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে যে নিয়মিত পড়াশুনা বা প্রস্তুতি ছাড়াই এসএসসি পাস করা সম্ভব। আর সেই সূত্রে ভুয়া পরীক্ষার্থী সাজায় উৎসাহের সঞ্চার। শিক্ষা বোর্ডের কিছু অসৎ কর্মী ও কর্মকর্তার যোগসাজশে এ ধরনের পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় বসছে বলেও অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছিল। যশোর বোর্ডের এই কেলেঙ্কারি সে অভিযোগকেই সত্য বলে প্রমাণ করেছে।

জানা গেছে, যশোর বোর্ড তড়িঘড়ি করে বিপুল সংখ্যক বিদ্যালয়কে নিয়ম–বহির্ভূতভাবে অনুমোদন দেয় এবং এইসব বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই এমন বিপুল সংখ্যক ভুয়া পরীক্ষার্থীকে রেজিস্ট্রেশন দেয়া সম্ভব হয়। অপরাধটিকে গুরুতর এবং জটিল বলেই গ্রহণ করতে হবে। এতসব অপকান্ড এক–আধজনের দ্বারা সম্ভব নয়। আর এ ধরনের তৎপরতা প্রশ্রয় পেলে শিক্ষার মান তো পরের কথা বিশ্বাসযোগ্যতা বলেও কিছু থাকবে না। বোর্ডের মাধ্যমে শিক্ষা আর [illegible] নিয়ন্ত্রণও যৌক্তিক নির্ভরতা হারাবে। শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এমন নজিরবিহীন ছিনিমিনি খেলা কোন অবস্থায়ই বরদাশতযোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। বিষয়টির প্রতি আমরা তাই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষা বোর্ডগুলোতে কায়েমীস্বার্থ জাঁকিয়ে বসারও অভিযোগ আছে। আর এইসব স্বার্থবাদী মহল বোর্ডগুলোকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করেছে। যার প্রভাব শিক্ষার আয়োজনকেই ব্যর্থ করে দিতে বসেছে। যশোর বোর্ডের এই কেলেঙ্কারি নিয়ে যে তদন্ত চলছে তার উপর জোর দিলে আরও অনেক খবর বেরিয়ে আসবে, সন্দেহ নেই। তদন্তদল ভুয়া পরীক্ষার্থী নির্ণয়ে যে সাফল্য দেখিয়েছেন আমরা তাকে স্বাগত জানাই এবং আশা করি, তারা যাবতীয় দুর্নীতির মূল আবিষ্কারে যত্নশীল থাকবেন। শিক্ষার সুষ্ঠুতার মধ্যে গোটা জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করা তাই অতীব গুরুত্ব–পূর্ণ জাতীয় দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে আমরা তদন্তদলের পূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

একটি বোর্ডে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত ভুয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যদি চার হাজার বা তার অধিক হয়, অন্যান্য বোর্ডেও অনুরূপ পরীক্ষার্থী একেবারেই থাকবে না, এমনটা বিশ্বাস করা যায় না। তবে না থাকলেই আমরা খুশি হব। অবশ্য থাকা না থাকার ব্যাপারটি তলিয়ে দেখে নিশ্চিত হওয়া দরকার। এসএসসি জাতীয়পর্যায়ে গৃহীত প্রথম পরীক্ষা। এর মাধ্যমেই উচ্চতর শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। দুর্নীতিমুক্ত এসএসসি পরীক্ষা তাই শিক্ষার সার্বিক সাফল্যের জন্যেও অপরিহার্য।